একক ৪ □ রাশিয়াতে ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের বিপ্লব

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ প্রারম্ভিক কথা

৪.৩ তৃতীয় আলেকজান্ডার : স্বৈরাচার ও শিল্পায়ন : ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পরোক্ষ কারণ

৪.৪ অঙ্কুরিত শিল্পায়ন : পরিবর্তনের নতুন বীজ

৪.৫ দ্বিতীয় নিকোলাস : স্বৈরাচারী স্থিতিশীলতা ও শিল্পায়িত পরিবর্তনের দ্বন্দ্ব : ১৮৯৪-১৯১৭

৪.৬ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের উত্থান

৪.৭ ১৯০৪-০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ : বিপর্যয়ের ঘনীভবন

৪.৮ ১৯০৫ সালের বিপ্লব

৪.৯ সাংবিধানিক সংকট

৪.১০ ১৯১৭ সালের বিপ্লব

৪.১১ লেনিন ও বলশেভিক দলের উত্থান

৪.১২ ১৯১৭ সালের মার্চ বিপ্লব : জারতন্ত্রের পতন

৪.১৩ ১৯১৭ : মার্চ থেকে নভেম্বর : বলশেভিক বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্ব

৪.১৪ লেনিনের আগমন ও নভেম্বর বিপ্লব

৪.১৫ নভেম্বর বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা

৪.১৬ সারাংশ

৪.১৭ অনুশীলনী

৪.১৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য অতীতকে জানা, অতীতকে জেনে বর্তমানকে বোঝা আর বর্তমানকে বুঝে ভবিষ্যতের গতিকে একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচির মধ্যে আনা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ার দুটি বিপ্লবের ইতিহাস পড়ব—একটি বিপ্লব হয়েছিল ১৯০৫ সালে। এটি আপাতভাবে একটি ব্যর্থ বিপ্লব। অন্য বিপ্লবটি হয়েছিল ১৯১৭ সালে—এটি পূর্ণাঙ্গভাবে একটি সার্থক বিপ্লব। বিপ্লব ইতিহাসে নতুন নয়। যখনই কোন রাষ্ট্র বা সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারে না, অস্তিত্বের আত্মগ্লানিতে জর্জর হয়, তখনই তার ভেতরের পরিবর্তনকামী রুদ্ধ প্রাণশক্তি বিপুল উন্মাদনায় ফেটে পড়ে—পরিবর্তন আনে সমাজে ও রাষ্ট্রে। রাষ্ট্র বিপ্লব আসে মূলত সহিংস পথে কারণ রাষ্ট্রক্ষমতার হস্তান্তর সচরাচর সরল প্রক্রিয়ায় হতে চায় না। অবশ্য বিনা রক্তপাতে রাষ্ট্র বিপ্লবের নজির ইতিহাসে একেবারে অনুপস্থিত নয়। ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব এইভাবে বিনা রক্তপাতে অত্যাচারী শাসককে ক্ষমতার থেকে হটিয়ে দেবার একটি বড় নজির। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে বা ১৮৪৮ সালে ইউরোপীয় মহাদেশে কিংবা ১৯৩৭ সালে রাশিয়াতে যে বিপ্লব হয়েছিল তা বিনা রক্তপাতে ঘটেনি। নিশ্চল সমাজের বুকে 'পুরানো শাসন' বা 'আঁসাঁ রেজিমকে' (Ancien Regime) চাপিয়ে দিয়ে যখন অপরিবর্তনীয় রক্ষণশীলতার অন্ধ্র প্রকোষ্ঠে মানুষকে বন্দি করে রাখা হচ্ছিল তখন—কী ফ্রান্সে, কী ইউরোপীয় মহাদেশে, কী রাশিয়ায়—মানুষ স্বৈরাচারের রক্ষণশীল শাসনকে ভেঙে নিজের বিপন্ন অস্তিত্বকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। সে চেষ্টা অহিংস হতে পাারে না—এক্ষেত্রে হয়ওনি। সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ইতিহাসের ভারসাম্য এইভাবে মুক্তির অভিলাষী হয়েছিল—এইভাবেই তা হয়ে থাকে। আমরা বর্তমান পাঠের মধ্য দিয়ে মুক্তির ইতিহাসের চিরন্তন চালিকা শক্তি। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের কিংবা ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লব প্রমাণ করেছিল যে স্বৈরাচার যত অভ্রভেদীই হোক না কেন, তার আস্ফালন যতই প্রকট হোক না, কেন শেষপর্যন্ত তা ব্যর্থ কারণ মানুষের সমষ্টিগত অস্তিত্বের উপর দাঁড়িয়ে থাকে রাষ্ট্র। তাই সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিতন্ত্রের স্বৈরাচারী শাসন রাষ্ট্রকে তার আত্মবিকাশের পরম লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে না। তাই রাষ্ট্র খোঁজে ভিন্ন আধার—লোকতন্ত্রের আধার যে আধারে সমষ্টির স্বপ্ন সমগ্রের সাধনা হয়ে ইতিহাসকে পরিচালিত করে নিয়ে যায় তাকে মুক্তির চিরায়ত লক্ষ্যে। এই মুক্তির বোধ গড়ে উঠবে আমাদের রাশিয়ার দুই বিপ্লবের ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে। আমাদের সরল চেতনায় বিরল ঘটনার জ্যোতির্ময় প্রসাদ আমাদের সাহায্য করবে স্বদেশ ও সমকালকে বুঝতে। সেই বোঝার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা পাঠ করব বর্তমান এককের বিষয়রাশি।

৪.১ প্রস্তাবনা

একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে যখন ইউরোপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তখন রাশিয়াই ছিল একমাত্র দেশ যা ছিল অনড়—যেখানে 'পুরানো শাসন' (ancien regime) কায়েম হয়ে বসেছিল। (" In a Europe which was in the process of changing, Russia remained the most stable element, the state in which the Ancien Regime had been most fully maintained"—Joques Droz, Europe

between Revolutions : 1815-1848)। এইরকম অপরিবর্তনীয় একটি দেশ ও একটি সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনের চাকাকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার (Alexander II) যিনি সার্ফ বা ভূমিদাসদের আইনানুগ দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে 'মুক্তিদাতা জার' (Czar Liberator) বলে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর সংস্কার-কার্য যতখানি পুরানো সমস্যাকে মিটতে সাহায্য করেছিল ঠিক ততখানিই জন্ম দিয়েছিল নতুন সমস্যার। যার পরিণতিতে তাঁকে অকালে আততায়ীর বোমায় নিহত হতে হল। আসলে রাশিয়াতে যাবতীয় সংস্কার কার্য রাজনীতির অভিমুখী ছিল না। সামন্তব্যবস্থা ভেঙে যাবার ফলে দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল কিন্তু রাজনৈতিক কাঠামোটিই অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল। রাশিয়ার গঠনতন্ত্রে ও তার রাষ্ট্রিক আদর্শে তিনটি ধারা ছিল যার একটিও বদলায়নি। প্রথম ধারাটি হল একটি জাতীয় বিকাশের ধারা ছিল (এক) স্ল্যাভ (Slav) আদর্শ। দেশের ও বিদেশের সমস্ত স্ল্যাভদের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত প্রতিরক্ষা রাশিয়ার হাতে থাকতে হবে। জারিনা (Czarina) দ্বিতীয় ক্যাথারিনের (Catherine II) সময় থেকে এই 'মিশন' আদৌ কার্যকারী কিনা ভেবে দেখা হয়নি। দ্বিতীয় ধারাটি হল একটি ধর্মীয় ধারা। এই ধারার মূল কথা ছিল জারই (Tsar) হচ্ছেন বাইজানটিয়াম-এর সাম্রাজ্যের (empire of Byzantium) প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং সেই কারণে গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের (Greek Orthodox church) সবচেয়ে প্রধান ধারক। বাইজানটিয়াম-এর স্মৃতি, রোমান ক্যাথলিক চার্চের মুখোমুখি খ্রিস্টধর্মের একটি প্রাচ্যশাখা হিসাবে গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের গুরুত্ব ও ভূমিকা ইত্যাদি কখনো বিশ্লেষণ করে বা যাচাই করে দেখা হয়নি। অথচ প্রথাগতভাবে তারই ধ্যানে রাশিয়া নিমজ্জিত ছিল। তৃতীয় ধারাটি হল রাজনৈতিক শাসনের ধারা, জারের স্বৈরাচারী শাসনের ধারা। এই ধারায় আবহমান কাল ধরে স্থির হয়েছিল একটি কথা যে জারের 'ইউকাস' (ukase) বা আইনই (edict of the Czar) হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আইন, কারণ সে আইন বিধাতা-নির্দিষ্ট আইন। স্বৈরাচারের এই রকম চরম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ যে শিল্পবিপ্লবের যুগে অচল, তা যে পাশ্চাত্যের বহমান উদারনৈতিক (Liberalism) ও সমাজতন্ত্রের (Socialism) চিন্তাধারার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং তা যে নবাগত লোকতন্ত্রের আদর্শের পরিপন্থী একথা ভেবে দেখা হয়নি। এইভাবে রক্ষণশীল, প্রগতি পরিপন্থী সনাতন আদর্শের ত্রিধারা যখন জনজীবনের বিকাশের পথ রুদ্ধ করছিল তখনই তার বিরুদ্ধে জন্ম নিল সংহারের সমাজদর্শন—নিহিলিজম (Nihilism)। সমস্ত সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে ফেলে সভ্যতার নতুন ভোরে এক নতুন সৃষ্টির আনন্দে মেতেছিল রাশিয়ার যুবশক্তি। এই রাষ্ট্রকে ভেঙে ফেলার আকাঙ্ক্ষা, সমাজকে বদলে দেওয়ার স্বপ্ন, আর প্রমত্ত যুব-উন্মাদনা—এই সমস্ত কিছুই ১৯০৫ সালের অকাল বিপ্লবের (abortive revolution) প্রেক্ষিত রচনা করেছিল।

৪.২ প্রারম্ভিক কথা

দীর্ঘদিন রাশিয়ার জনগণের প্রতি রাশিয়ার প্রায় সব জারের সম্ভাষণই ছিল এই রকম : "ঈশ্বর আমাকে রাশিয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতএব তোমরা আমার কাছে নত হও, কারণ আমার সিংহাসন হচ্ছে তাঁর বেদি" ("God has placed me over Russia and you must bow down before me, for my throne is his altar")। স্যার ডোনাল্ড ম্যাকেঞ্জি ওয়ালেস (Sir Donald Mackenzie Wallace) তাঁর রাশিয়ার ইতিহাসে এই তথ্য পরিবেশন করে জানিয়েছেন যে এইভাবে ঐশী শক্তির অবতার করে জার ঘোষণা করতেন।

"আমার (কারও) পরামর্শের প্রয়োজন নেই, কারণ ঈশ্বর আমার প্রজ্ঞা দিয়ে অনুপ্রাণিত করেন। সুতরাং তোমরা সকলে আমার দাস হয়ে গর্বিত বোধ কর, হে রুশবাদী, আমার ইচ্ছাকেই তোমাদের আইন বলে জেনো" ("... I have no need of counsel, for God inspires me with wisdom Be proud, therefore, of being my slaves, O Russians, and regard my will as your law")। রাষ্ট্রের এরকম আকাশচুম্বী ভনিতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল নিহিলিষ্টরা। তারা মানুষের কাছে আবেদন রেখেছিল : "ও রাশিয়া জাগো, বিদেশী শত্রুদের দ্বারা ভুক্ত দাসত্বের দ্বারা জর্জরিত, নির্বোধ কর্তৃপক্ষ আর গুপ্তচরের দ্বারা নিগৃহীত তোমরা তোমাদের দীর্ঘ অজ্ঞতার নিদ্রা আর উদাসীনতা থেকে জাগো।" ("Awake, O Russia! Devoured by foreign enemies, crushed by slavery, shamefully oppressed by stupid authorities and spies, awaken from your long sleep of ignorance and apathy")। নিহিলিষ্টরা যে জনগণের মনে সাড়া জাগাতে পেরেছিল তার অন্যতম কারণ হল সরকার বেশ কিছুদিন ধরে জনগণের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠছিল। জনগণের থেকে সরকার চিরকালই বিচ্ছিন্ন ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যখন সরকার জনগণের কথা বলার স্বাধীনতা (freedom of speech), মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা (liberty of the press), এবং জনগণের প্রতিনিধি প্রেরণের স্বাধীনতা (national representation), কেড়ে নিল, যখন বেআইনি ও স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে ধরপাকড় (arbitrary arrest) শুরু করল এবং যখন জনগণকে বিনাবিচারে কারাদণ্ড দিতে এবং দেশের বাইরে চালান (deportation) করে দিত লাগল তখন জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। তাদের মধ্য থেকে জেগে উঠল নিহিলিষ্টদের প্রতি সমর্থন। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার নির্মম নিপীড়নের নীতিকে গ্রহণ করেও তাদের দমন করতে পারলেন না। তখন তিনি **লোরিস-মেলিকফ** (Loris melikoff) নামক এক ব্যক্তিকে যাবতীয় স্বৈরাচারী ক্ষমতা দিয়ে তাদের প্রাথমিক কিছু কাজের দ্বারা জনগণের মধ্যে এই ধরাণার সৃষ্টি করতে চাইছিলেন যে তিনি দীর্ঘস্থায়ী সংস্কারের কাজে হাত দেবেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জনগণের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল যে এসবই হচ্ছে এক মস্ত প্রবঞ্চনা। সম্ভাব্য জনরোষের কথা ভেবে লোরিস-মেলিকফ জেনারেল কমিশন (General Commission) নামে এক প্রতিনিধি সভা নিয়োগের সিদ্ধান্ত করেন এবং সম্রাটের কাছ থেকে তার সম্মতিও আদায় করে ফেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জেনারেল কমিশনকে মেনে নেওয়ার অব্যবহিত পরেই-সেই দিনেই—জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার নিহত হলেন। জেনারেল কমিশন আর বলবৎ হল না। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা দাবি করল সভার আয়োজন ("A national assembly elected on the basis of manhood suffrage") এবং বাক্-স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং জন-জমায়েতের অধিকার দিতে হবে। বোঝাই যাচ্ছিল জনমত বিপ্লবমুখী হয়ে পড়ছে।

৪.৩ তৃতীয় আলেকজান্ডার : স্বৈরাচার ও শিল্পায়ন : ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পরোক্ষ কারণ

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার সংস্কার-কার্যের সূচনা করে মানুষের মনে মুক্তি ও স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও প্রতিনিধিত্বের (representation) ধারণাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। আবার তার পাশেই নির্মম স্বৈরাচারী নিপীড়ন দিয়ে মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে দিতে চাইছিলেন। এই দুই বিপরীত আদর্শের সংঘাতে রাষ্ট্র দিশাহারা হয়ে

পড়ছিল। সমাজ হয়ে উঠছিল বিদ্রোহী। এই রকম এক সংকট মুহূর্তে ১৮৮১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তৃতীয় আলেকজান্ডার (Alexander III, 1881-94) জার হলেন। তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী ও সৈনিক। সিংহাসনে আরোহন করেই তিনি ঘোষণা করলেন যে "ঈশ্বরের বাণী আমাদের নির্দেশ দিয়েছে সরকারের হাল শক্ত করে ধরতে, বিশ্বাস রাখতে স্বৈরাচারী ক্ষমতার শক্তি ও সত্যের উপর যাতে জনগণের মঙ্গলের জন্য বাইরের যে কোন আক্রমণ থেকে তাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি।" ("The voice of Gc. orders us to stand firm at the helm of government ...with faith in the strength and truth of the automatic power, which we are called to strength and preserve, for the good of the people, from every kind of encroachment")। সৈনিক হিসাবে জার দাবি করতেন শৃঙ্খলা, স্বৈরাচারী হিসাবে দাবি করতেন আত্মসমর্পণ। তিনি বিশ্বাস করতেন বিপ্লবী সন্ত্রাসকে সংস্কার কার্যদ্বারা প্রশমিত করা যাবে না। তাকে স্তব্ধ করতে হবে বলপ্রয়োগে। অতএব রাশিয়াকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন নিঃসীম স্বৈরতন্ত্রে। এই সময় থেকে রাজপরিবারে ও জারের পরামর্শদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন চার্চের বিশিষ্ট পাদ্রী (Procurator of the Holy synod) **পোবেডেনোস্টেভ** (Pobedonostev) যাঁকে লিপসন (Lipson) বলেছেন 'রাশিয়ার অশুভ শক্তি' ('the evil genius of Russia')। ইনি ছিলেন সাংবিধানিক সরকারের শত্রু। পাশ্চাত্যের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনি ঘৃণা করতেন। সাংবিধানিক সরকার তাঁর কাছে ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় 'রাজনৈতিক মিথ্যাচার', গণতন্ত্রকে বলতেন 'ইতিহাসের বিভ্রম'। এইরকম ব্যক্তি যখন রাষ্ট্রশাসকের পরামর্শদাতা হলেন তখন দেশের দুর্যোগ যে ঘনিয়ে আসবে তাতে আর বিস্ময়ের কিছু নেই।

পোবেডনোস্টেভের পরামর্শে তৃতীয় আলেকজান্ডার পিতার সংস্কারকার্যকে বাতিল করার চেষ্টা করলেন। ভূমিদাসদের আঞ্চলিক ভূস্বামীদের অধীনে ফিরিয়ে আনা হল। ভূস্বামীদের হাতে কৃষকদের শাসন করার আইন দেওয়া হল। এই ভূস্বামীদের বলা হতে লাগল ভূমিনিয়ন্তা (Land captains) যারা তাদের জমিতে কর্মরত ভাড়াটে কৃষক-শ্রমিক ও আশেপাশের কৃষকদের উপর পুলিশি ব্যবস্থা কায়েম করল। এইভাবে যে কৃষকরা বিপুল পরিমাণ ঋণ ও করের বোঝা মাথায় নিয়ে চলছিল তারা এবার তাদের স্বাধীনতা হারাল। এর সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত ম্যাজিস্ট্রেট বা জাস্টিস অফ পিসদের (Justice of Peace) সরিয়ে সেখানে মনোনীত ল্যান্ড ক্যাপ্টেন বা ভূমিনিয়ন্তাদের বসানো হতে লাগল। চেষ্টা হল সামন্ততন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার। **জেমস্টভো** (Zemstvo) বা নির্বাচিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংস্থাগুলিকে সঙ্কুচিত করা হল। স্থানীয় উন্নয়নে এদের অনন্য সাধারণ ভূমিকাকে এইভাবে মুছে ফেলার চেষ্টা হল। মফস্বলে ও গ্রামাঞ্চলে ল্যান্ড ক্যাপ্টেনদের স্বৈরাচার নেমে এল। এর সঙ্গে সঙ্গে দেশে গোপন পুলিশের সংখ্যা ও তৎপরতা বাড়িয়ে দেওয়া হল। বিপ্লবীদের উপর নামানো হল নির্মম নিষ্পেষণ। তাদের কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। তারা ভাবতে লাগল হয়তো আর তাদের পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব নয়, হয়তো তাদের অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী জারের আগমন পর্যন্ত। এই সমস্ত কিছুর ফল হয়েছিল বিপজ্জনক। মানুষ আশঙ্কিত হল এইভেবে যে দাসত্ব থেকে মুক্তির যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল কিছু কাল ধরে—যা সমস্ত দেশের মানুষদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, তাকে বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল কিছু কাল ধরে—যা সমস্ত দেশের মানুষদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, তাকে বিপরীতমুখী করে দেওয়া হচ্ছে। জেমস্ট্ভোগুলির মধ্যে যে অসাধারণ সাধারণতন্ত্র লুকিয়েছিল তার স্থলে ল্যান্ডে ক্যাপ্টেনদের (Land Captain) একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। কৃষকরা বলতে লাগল, "আমাদের আর কোন বিচারক নেই, আছে শুধু হুকুম দেবার অফিসার" ("We have no more judges, we have commanding officers")। দুর্ভিক্ষের সময়ে ল্যান্ডক্যাপ্টেন বা ভূমিনিয়ন্তারা জবরদস্তভাবে

ত্রাণের কাজ ও খাদ্য সরবরাহ কুক্ষিগত করে রাখত যাতে দুঃস্থ কৃষকরা কম মজুরিতে কাজ করে। জেম্‌স্‌ট্‌ভোগুলির অবনমন মানুষ কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি, কারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন (sanitation) সমস্ত ব্যাপারে এই স্থানীয় প্রতিনিধি-সংস্থাগুলি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। রাষ্ট্রের মাথায় সবাইকে ছাপিয়ে ছিল জারের স্বৈরাচার। গ্রামাঞ্চলে সবাইকে ছাপিয়ে দেখা দিল ভূমি নিয়ন্ত্রণ বা লান্ড ক্যাপ্টেনদের স্বৈরাচার। নীরব, সহিষ্ণু মানুদের মধ্যেও এবার দেখা দিল হাহাকার।

৪.৪ অঙ্কুরিত শিল্পায়ন : পরিবর্তনের নতুন বীজ

নিপীড়ন দিয়ে যে পরিবর্তনকে তৃতীয় আলেকজান্ডার স্তব্ধ করতে চেয়েছিলেন সেই পরিবর্তনের দ্বার তিনি নিজেই খুলে দিলেন ভিন্ন পথে। বহু শতাব্দী ধরে রাশিয়া শিল্পের দিক দিয়ে অনগ্রসর ছিল। কৃষি ছাড়া অন্য কোন বড় শিল্প রাশিয়াতে গড়ে উঠতে পারেনি। যে দু-চারটি ছোট ছোট হস্ত ও কুটির শিল্প অপরিবর্তনীয় কৃষির আশেপাশে দেখা দিয়েছিল সেগুলির সবই ছিল ক্ষুদ্রায়তন, স্থানীয় সঙ্কীর্ণ শিল্প যার মাত্রা গার্হস্থ্য প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বড় বাজার, চাহিদা, শিল্পায়িত পণ্য, আদান-প্রদান, বিনিময় (exchange) ভিত্তিক অর্থনীতি, মুদ্রার বিনিয়োগ, অর্থের বা পুঁজির সঞ্চয় স্পৃহা—এসব আধুনিক শিল্পায়িত অর্থনীতির কোন পরিকাঠামো সেখানে গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় আলেকজান্ডার শিল্পের উন্নতি চেয়েছিলেন। তাই তিনি প্রোটেকটিভ ট্যারিফ (Protective tariff) বা সংরক্ষণ শুল্ক ব্যবস্থা চালু করে রুশ শিল্পকে মদত দিতে চেয়েছিলেন। পিতার এই প্রচেষ্টাকে তৃতীয় আলেকজান্ডার আরও মদত দিয়ে শিল্পায়নের একটি ধারাকে তৈরি করতে চাইলেন। দেশ যাতে স্বনির্ভর হয় সেই দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। জারের মন্ত্রী সারগেই উইট (Sergei Witte) বিশেষ প্রচেষ্টার দ্বারা রেল ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে ছিলেন। রুশো-পারসিক ব্যাঙ্ক (Russo-Persian Bank) ও ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে (Trans-Siberian Railway) জারের শাসন আমলের দুটি বড় কীর্তি। এই রেল ব্যবস্থা ইউরোপকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করল। এরপর থেকে রাশিয়ার পক্ষে আর্থিক বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ভাবে মধ্য এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যে প্রবেশ করা সম্ভব হল। দেশে বৈদেশিক অর্থ আসতে লাগল, কারণ দেশের ভেতর থেকে পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। এর ফলে রাশিয়াতে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা দেখা দিল, কয়েকটি বড় বড় শহর গড়ে উঠল এবং যে শিল্প ব্যবস্থা এতদিন শুধু পাশ্চাত্যের দেশগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল তার অঙ্কুরোদগম হল রাশিয়াতেও। এর সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মনে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ধারণাও ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। নতুন শ্রমিক শ্রেণী গড়ে উঠতে লাগল, সাম্যবাদের দর্শনে তারা আগ্রহী হতে লাগল। এই শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান এই সময়ের রাশিয়ার ইতিহাসের বড় ঘটনা ১৮৬৫ সাল থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর বুদ্ধির হার জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং এমনকী নাগরিক জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের থেকেও বেশি ছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাশিয়াতে শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা ২০ থেকে ২৫ লক্ষের মধ্যে ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল বংশানুক্রমিক (hereditary) শ্রমিক। সবচেয়ে বড় কথা হল যে কৃষকরা শ্রমিক হছে, চাষবাসের সময় গ্রামে ফিরে যাচ্ছে এমন ঘটনা বন্ধ হয়ে গেল। এবার সত্যিকারের ফ্যাক্টরি শ্রমিক—প্রলেটারিয়টের জন্ম হল ("It was no longer formed of peasants displaced from the country side and often returning to their villages for the harvest : it was a true factory proletariat"–Lionel Kochan, The Making of modern Russia, a Pelican Book, p. 201)।

১৮৯৪ সালে তৃতীয় আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়। তিনি নিপীড়নের নীতিকে বহাল রাখলেও শেষ পর্যন্ত পরিবর্তনের দরজা বন্ধ রাখতে পারেননি। বিদেশী পুঁজি, শিল্পায়িত সমাজের সূচনা বড় নগরের উত্থান, সুগঠিত শ্রমিক শ্রেণী পরিবর্তনের এক নতুন দিগন্তকে খুলে দিল। এতদিন কৃষিভিত্তিক, গার্হস্থ্য-শিল্প-সংযুক্ত অর্থনীতিতে শ্রেণী সংঘাত ভিত্তিক জনচেতনা ও গণ-আন্দোলনের কোন পরিবেশ ছিল না। এবা তা দেখা দিল। এতদিন জেমস্‌ট্‌ভোগুলির ভেতর থেকে দাবি উঠেছিল যে **জেমস্‌কি সোবোর** (Zemsky sobor) বা দেশের সাধারণ সভা (General assembly of the land) গঠন করতে হবে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের দ্বারা প্রচলিত গুপ্ত সংগঠন ও ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি। এবার তার সাথে যুক্ত হল আশঙ্কার তৃতীয় মাত্রা—সাম্যবাদের ছোঁয়া লাগা সুগঠিত ও উদ্বুদ্ধ পুরুষ পরম্পরায় ফ্যাক্টরির কাজে নিযুক্ত শ্রমিক প্রলেটারিয়াট। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সে যে রকম একটি আসন্ন বিপ্লবের উপস্থাপনার জন্য অপেক্ষা করছিল সেই রকম উনিশ শতকের শেষে রাশিয়াও দাঁড়িয়েছিল একটি সম্ভাব্য বিপ্লবের উদঘাটন মুহূর্তে। সেই কারণে ১৮৮৩ সালে এঙ্গেলস (Engels) লিখেছিলেন—"Russia is the France of the last century"—"রাশিয়া হচ্ছে বিগত শতাব্দীর ফ্রান্স।"

৪.৫ দ্বিতীয় নিকোলাস : স্বৈরাচারী স্থিতিশীলতা ও শিল্পায়িত পরিবর্তনের দ্বন্দ্ব : ১৮৯৪-১৯১৭

রাশিয়ার ইতিহাসে স্বৈরাচার ছিল নিরঙ্কুশ ও ধারাবাহিক। ঐতিহাসিক রোজ [J. H. Rose, The Development of European Nations] সম্পাদিত ইউরোপের জাতিসমূহের প্রগতি নামক গ্রন্থটি পাঠ করলে বোঝা যায় যে স্বৈরাচারের দিক থেকে রাশিয়ার জারতন্ত্র কত ভিন্ন ও কত কঠোর ছিল। জার তৃতীয় আলেকজান্ডার নিজেকে গোপন পুলিশ গোয়েন্দা-সেনাবাহিনীর দ্বারা ঘিরে থাকা এক নিঃসীম সুরক্ষার মধ্যে বাস করতেন এবং তেরো বছর এইভাবে এক অদৃশ্য, বেপরোয়া শত্রুর সাথে দীর্ঘ ছায়াযুদ্ধ করে ভীত হতেন—সে শত্রু হচ্ছে উত্থিত ও জাগ্রত জনশক্তি যা নিহিলিষ্ট বিপ্লবীদের সন্ত্রাস ও হত্যার কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকট হচ্ছিল। তাঁর পরবর্তী জার দ্বিতীয় নিকোলাস এই ভয়ের থেকেই তাঁর স্বৈরাচারকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। সিংহাসনে আরোহন করেই ঘোষণা করলেন "আমি আমার সমস্ত প্রয়াসকে জাতির সমৃদ্ধিতে নিয়োগ করতে গিয়ে ততখানি দৃঢ়তা ও নিশ্চিতভাবে স্বৈরাচারের নীতিগুলিকে সংরক্ষণ করব যেমনভাবে করেছিলেন আমার পিতা" ("Devoting all my efforts to the prosperity of the nation I will preserve the principles of Autocracy as firmly and unswavingly as my late father")। এই স্থিতিশীল স্বৈরাচারের ঘোষিত লক্ষ্যে তিনি দশ বছর নিজেকে কায়েম রেখেছিলেন কিন্তু তারপরে শিল্পায়িত পরিবর্তনের বড় ফসল জাগ্রত জনচেতনাকে মেনে নিয়ে ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট (Imperial Parliament) বা সর্বোচ্চ গণ-প্রতিনিধিত্ব সংগঠন তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল। কীভাবে তা সম্ভব হল তা পরে আলোচনা করব।

উনিশ শতকের শেষ দিকে নিহিলিজম বা বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের প্রভাব কমে যাচ্ছিল। বিপ্লবীরা বুঝতে পারছিল যে রাশিয়ার জনগণ দেশের সর্বোচ্চ ঐতিহ্যরূপে জারতন্ত্রের মহিমার কাছে আত্মনিবেদিত। তাদের জাগানো

মুষ্টিমেয় মানুষের কাজ নয়। দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ কৃষক। গুপ্ত সংগঠন, সন্ত্রাস, ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি তারা বোঝে না। যে কথা নেপোলিয়ন বুঝেছিলেন দীর্ঘদিন আগে বিপ্লবীরা এখন বুঝল সে কথা, রাশিয়ার কৃষক রাজনৈতিক প্রচার বোঝে না ("The revolutionists learnt what Napoleon had discovered three quarters of a century earlier, that the Russian peasantry was not ripe for political propaganda"—Lipson)। শুধু তাই নয় তারা এও বুঝল যে দেশের শিল্পায়ন অর্থনীতির কাঠামো বদলে দিচ্ছে, জারতন্ত্রের হাতে রসদ ও ক্ষমতা অপরিসীম এবং বহু শতাব্দী সঞ্চিত সমস্যার মীমাংসা কিছু মানুষের কাজ নয়। জারতন্ত্রের স্থিতিশীলতাকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ভয় দেখিয়েছিল কিন্তু নাড়িয়ে দিতে পারেনি। এই নাড়িয়ে দেয়ার কাজটা করেছিল দেশের শিল্পায়ন। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ক্ষমতা এনে দিয়েছিল বণিক সমাজের হাতে। রাশিয়াতে সেই রকম বণিক সমাজের জন্ম হয়নি। ফলে রাষ্ট্র ও শ্রমিকদের মধ্যে কোন মধ্যশক্তি না থাকায় লড়াইটা ক্রমশ দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল রাষ্ট্রশক্তি ও কৃষক শ্রমিক গণশক্তির মধ্যে । মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাস (serfs) অকস্মাৎ শ্রমের যোগানকে বাড়িয়ে দিল। রেলব্যবস্থা বাড়িয়ে দিল যোগাযোগ, মানবশক্তির চলাচল ও পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ। বিদেশী পুঁজি এনে দিল শিল্পের উদ্যোগ। তুলা ও খনি শিল্প বাড়তে লাগল। ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার প্রসার হল। শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। আর ১৯১৭ সালে রাশিয়া হয়ে দাঁড়াল পৃথিবীর পঞ্চম শিল্পায়িত দেশ। এই উন্নয়নের জন্য ১৮৯২ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত উইটের (Witte) মন্ত্রিত্বকাল বিশেষভাবে দায়ী।

৪.৬ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের উত্থান

শিল্পায়নের সাথে সাথে দেশে রাজনৈতিক দলেরও পরিবর্তন হতে লাগল। এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় চিহ্ন হল সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের আবির্ভাব। এই দল বুঝতে পেরেছিল যে দেশের রাজনৈতিক ভার (gravity) কৃষকদের থেকে সরে গেছে শ্রমিক ও কিছু বণিক ও শিল্পপতিদের উপর। তারা এও বুঝেছিল যে জারতন্ত্র নামক একনায়কতন্ত্রকে সরাসরি উৎখাত করা যাবে না। ধারাবাহিক ইতিহাসের যে প্রক্রিয়া মারফত সব দেশে পরিবর্তন এসেছে তার বাইরে নয়। অতএব সেখানে পার্লামেন্ট বা গণপ্রতিনিধিত্ব সভার প্রয়োজন। সমাজপরিবর্তনের স্বপ্ন কখনোই সফল হবে না যদি তার আগে রাজনৈতিক পরিবর্তন সংগঠিত না হয়। সাম্যবাদ আর তার সপক্ষে প্রচার এবং আন্দোলন (agitation) সাংবিধানিক সরকারের অধীনে যতটা সম্ভব স্বৈরাচারের অধীনে তা সম্ভব নয়, কারণ প্রথমোক্ত সরকার জনগণের বাক্ স্বাধীনতা স্বীকার করে, তাকে জমায়েতের অধিকার দেয়, স্বৈরাচার দেয় না। শুধু তাই নয় যে প্রলেটারিয়টের জন্ম হয়েছে তারা কোন-না-কোন দিন রাজনীতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে। সেই উদ্বোধনের দিকে যেতে হলে তাদের লোকতান্ত্রিক শিক্ষা প্রয়োজন। এইভাবে সাম্যবাদকে সামনে রেখে সমাজ পরিবর্তনের জন্য গণতন্ত্রী ভাবনার বিকাশ হল। স্পষ্টতই নিহিলিষ্টদের সংহারের দর্শন থেকে বিপ্লবের ভিন্নতর বুনিয়াদ তৈরি হল। দেশের মানুষের অসন্তোষের মধ্যে বিস্ফোরণের বারুদ জমা হয়েছিল। সংগঠনের কর্মসূচিও উপস্থিত। দরকার ছিল অগ্নিশলাকার। ১৯০৪-৫ সালের রুশ জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় সেই প্রয়োজনীয় আগুনকে জ্বালিয়ে দিল।

৪.৭ ১৯০৪-০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ : বিপর্যয়ের ঘনীভবন

১৯০৪-০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ রাশিয়ার ইতিহাসে একটি দিক প্রবর্তনের ঘটনা। যুদ্ধের জন্য রাশিয়া প্রস্তুত ছিল না এবং অসাধারণ শৈথিল্য এবং অসংগঠিত প্রতিরোধ নিয়ে সে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। জারতন্ত্রের সমস্ত আস্ফালন যে কত ফাঁকা, তার আমলাতান্ত্রিক শাসন যে কত অন্তঃসার শূন্য, তার সৈন্যবাহিনী যে কত অকর্মণ্য তার নিমেষে প্রকট হয়ে পড়ল। সরকার-বিরোধী জনমত প্রবল হল এবং তার প্রতিকারের ক্ষমতা সরকারের ছিল না। অসহায় সরকার বৈদেশিক বিষয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। মানুষ ভাবল চাপ দিয়ে সরকারের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায় করার সময় এসেছে। মানুষের বিক্ষোভের বারুদে অগ্নিপ্রজ্বলিত হল। ১৯০৪ সাল থেকেই এই আগুন জ্বলতে শুরু করেছিল। সেই বছর জুলাই মাসে রাশিয়ায় **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী** (minister of the interior) **প্লেহ্ভ** (Plehve) নিহত হলেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল অত্যাচারী মন্ত্রী নিহত হবার আগে অন্তত ৪৮৬৭ জনকে বিনা বিচারে আটক করেছিলেন বা নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। অতএব তাঁর মৃত্যু সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির কার্য-কারণ সম্পর্কের যুক্তিগ্রাহ্য (logical) পরিণতি মাত্র।

৪.৮ ১৯০৫ সালের বিপ্লব

প্লেহ্ভ (Plehve) নিহত হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হলেন রাজকুমার মিরস্কি (Prince Mirsky)। তিনি ছিলেন প্রজ্ঞাদীপ্ত উদার রাজনীতিক। তিনি সংস্কারবাদীদের কাছে সংস্কারের প্রস্তাব চেয়ে আহ্বান পাঠালেন। তৎক্ষণাৎ জেমস্ট্ভো-র প্রতিনিধিরা "১১-দফা (Eleven Points) প্রস্তাব" দিলেন। এই প্রস্তাবে ছিল মানুষের শরীর ও আবাস সংক্রান্ত নিরাপত্তা (Invidoility of person and domicile), বাক্ ও মুদ্রণ স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন ও পৌর স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে নির্বাচিত গণসভা যা আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনে অংশগ্রহণ করতে পারবে, সংবিধান রচনার জন্য সংবিধান পরিষদ (Constituent Assembly) আহ্বান ইত্যাদি। এতদিন সংস্কার দাবি করত শুধুই শিক্ষিত শ্রেণী। এবার শিল্প শ্রমিক শ্রেণীও তাদের সঙ্গে সামিল হল। ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাসে একটি ধর্মঘট (strike) ডাকা হল। শ্রমিকরা দাবি করল দিনে অধিক আট ঘণ্টার কাজ, অধিক মজুরি, উন্নততর জঞ্জাল সাফাই ব্যবস্থা এবং বিবাদ মেটানোর জন্য সালিসীবোর্ড (arbitration boards)। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরাও এই দাবি সমর্থন করলে হঠাৎ করে শ্রমিক আন্দোলন একটা

প্রান্তলিপি

'রক্তাক্ত রবিবার' : ১৯০৫ সালের ৫ই জানুয়ারি রাজধানীর পুলিশ এক বিরাট শ্রমিক মিছিলের উপর গুলি চালায়। এই মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জর্জ গাপন নামে এক ভাগ্যান্বেষী পুরোহিত। ১৩০ জন মানুষ নিহত হয়েছিল, আহত হয়েছিল আরও বিপুল সংখ্যক মানুষ। পুলিশের তরফে একটা বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল। গাপন ছিলেন পুলিশের পরিচিত মানুষ কারণ তাঁর সংগঠন ছিল গোয়েন্দা পুলিশের গোপনে পরিচালিত সংগঠন। রাজতন্ত্রী মানুষ, পুলিশের ইনফর্মার এবং অনুগত শ্রমিকদের এই ইউনিয়নে রাখা হয়েছিল যাতে শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশের প্রভাব থাকে। সরকার থেকে বারবার চেষ্টা করা হচ্ছিল শ্রমিক আন্দোলনকে তাদের কাঙ্ক্ষিত খাতে বইয়ে দেবার। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গোপন তৎপরতার প্রয়োজন—গুলি চালিয়ে শ্রমিকদের হত্যা করা নীতি ভুল। এঘটনা রবিবার হয়েছিল বলে এই দিন রাশিয়ার ইতিহাসে 'রক্তাক্ত রবিবার' বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই হত্যাকাণ্ড দেখে ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, সরকারি কর্মচারী ও পুলিশের অযোগ্য প্রমাণ করেছিল এবং শ্রমিকদের মধ্যে রাজবিদ্বেষ প্রবল করে তুলেছিল। এই রাজবিদ্বেষই বিপ্লবকে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

রাজনৈতিক মাত্রা গ্রহণ করল। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে একটা সাধারণ ধর্মঘট (General Strike) ডাকা হল। শহরে শহরে শ্রমিকরা ধর্মঘট ও বিক্ষোভ করতে লাগল। গ্রামে কৃষকরাও অভুত্থানের সামিল হল। লিপসন বলেছেন যে সাম্রাজ্যের সামাজিক ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ল আর সরকারকে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকল না। ("The whole social system of the Empire came to a standstill, and no alternative remained to the Government but to give way"—Lipson)। ১৯০৫ সালের ৩০অক্টোবর সরকার একটি ইস্তাহার বা ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করল। এটি রাশিয়ার ইতিহাসে **অক্টোবর ম্যানিফেস্টো** নামে বিখ্যাত। এই ম্যানিফেস্টোকে রাশিয়ার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়। এই ম্যানিফেস্টোতে সরকার স্বীকার করে নিল নাগরিকদের অনেক মৌলিক অধিকার—শারীরিক নিরাপত্তা (invidoility of person), বাক্ স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, সংগঠন ও সমাবেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি। ১৯০৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর আরেকটি বিধান (Decree of 24 December) দ্বারা শ্রমজীবী মানুষ ও বিভিন্ন পেশাভুক্ত (professional classes) মানুষকে ভোটের অধিকার দেওয়া হল। কিন্তু বিপ্লবীদের এই জয় নিরঙ্কুশ হতে পারল না। প্রতিক্রিয়াশীলরা পুলিশ ও দুর্বৃত্তদের সাথে হাতে মিলিয়ে এই পরিবর্তনকে বাধা দেবার চেষ্টা করল। এই প্রতিক্রিয়াশীল অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত হয়েছিল রুশ ইহুদিরা।

প্রান্তলিপি

১৯০৫ সালের বিপ্লব কি রক্তক্ষয়ী বিপ্লব ছিল? এক অর্থে এই বিপ্লব রক্তক্ষয়ী হয়েছিল। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন সরকার সেন্ট পিটার্সবুর্গের সোভিয়েতের সদস্যদের গ্রেপ্তার করে তখন মস্কোতে শ্রমিক ও অন্যান্য চরমপন্থীরা পুলিশ ও সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ২২ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত এই লড়াই চলে। রক্ত ঝরেছিল এই লড়াইতে যেমন রক্ত ঝরেছিল কুখ্যাত 'রক্তাক্ত রবিবারে'। ডিসেম্বরের লড়াইতে মস্কোর বিপ্লবী শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়।

৪.৯ সাংবিধানিক সংকট

১৯০৫ সালের অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বড় দাবি একটি জাতীয় সভা (National Assembly) বা ডুমার (Duma) অধিবেশন ডাকতে হবে। জার এই ডুমা আহ্বানের দাবি মেনে নিয়েছিলেন। তদনুযায়ী রাশিয়ার প্রথম ডুমার অধিবেশন হয় ১৯০৬ সালের মে মাসে। এই ডুমায় সাংবিধানিক গণতন্ত্রীরা (Constitunal Democrats) ছিল সরকার বিরোধী, সংখ্যায় সবথেকে বড় বিরোধী দল। ডুমার ভেতরে সরকার বিরোধী বিতর্ক ক্রমশ জোরদার হতে লাগল। একদল যাদের Cadets বলা হত, তারা ইংল্যান্ডে সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রী পরিষদ বা cabinet দাবি করছিল। যে ক্যাবিনেট দায়ী থাকবে জারের কাছে নয়, ডুমার কাছে। ডুমার ক্ষমতা তার অধিবেশনের আগেই ১৯০৬ সালে ৫ মার্চের ডিক্রির দ্বারা কমিয়ে রাখা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে দেশের 'মৌলিক আইন' (fundamental laws) —সৈন্যবাহিনী ও বিদেশ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ডুমা কোন কথা বলবে না। তা জারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। ৭২ দিন অধিবেশন করার পর বিতর্ক বিধ্বস্ত ডুমাকে জার বন্ধ করে দিলেন? (dissolved)। নতুন ডুমার নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হল। রাজতন্ত্রীরা যাতে নির্বাচনে জিতে ডুমায় আসন গ্রহণ করতে পারে তার সব ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু সরকারের যাবতীয় তৎপরতা সত্ত্বেও বিরোধী শক্তিই আবার নির্বাচিত হল। সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষমতা রইল তাদেরই হাতে। ১৯০৭ সালে ৫ মার্চ থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত চলেছিল দ্বিতীয় ডুমার অধিবেশন। পুনরায় সরকারের

সঙ্গে নির্বাচিত ডেপুটিদের (Deputies) বিরোধ বাধল এবং কয়েকজন ডেপুটিকে অধিবেশনের মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অতএব এই ডুমার অধিবেশন বন্ধ করে সরকার নির্বাচনের আইন বদলে দিল। স্থির হল এর পর থেকে ভূস্বামীরাই (Landowners) ভোটদান করতে পারবে। সুতরাং ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে যখন তৃতীয় ডুমার অধিবেশন বসল তখন দেখা গেল সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেপুটি বা জনপ্রতিনিধি হচ্ছে রাজতন্ত্রের সমর্থক। এই ডুমাকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত তার পুরো সময় কাজ করতে দিতে সরকারের কোন বাধা রইল না। সেই একই বছর চতুর্থ ডুমা নির্বাচিত হল। একই রকম ভাবে রাজতন্ত্রীদের দিয়ে ঠাসা ডুমা শান্তই রইল। কিন্তু অশান্তির ঝড় এল বাইরে থেকে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত রাশিয়াতে যে সংস্কার কার্য সম্পন্ন হয়েছিল জারের স্বৈরাচারী শাসন প্রতিনিয়ত তাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করতে পারেনি। দেশে শিল্পায়ন এসে যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত করেছিল এবং শ্রমিক শ্রেণীর ও সামাজিক গণতন্ত্রী (Social democrat) চিন্তার উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালের কৃষক শ্রমিক অভুত্থান যে সাংবিধানিকতার সূচনা করেছিল তা শেষপর্যন্ত সংকটের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। বলা যেতে পারে যে ১৯০৫ সালের বিপ্লব রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে সফল না হলেও সংসদীয় শাসনতন্ত্রের শুভসূচনা করেছিল। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ১৯০৫ সালের বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল না। তার লক্ষ্য ছিল আইনের শাসন, মানুষের শারীরিক মানসিক স্বাধীনতা, শ্রমজীবী ও পেশাদার মানুষের ভোটদানের ও অন্যান্য মৌল অধিকার। এর অনেকটাই অর্জন করা গিয়েছিল ১৯০৫ সালে। অবশিষ্ট আয়ত্ত হয়েছিল ১৯১৭ সালের বিপ্লবে।

১.১০ ১৯১৭ সালের মার্চ ও নভেম্বর মাসের দুই বিপ্লব

রুশ-বিপ্লব প্রধানত দুটি পর্যায়ে বিভক্ত—একটি পর্যায় ১৯০৫ সালের বিপ্লব যার ইতিহাস আমরা পাঠ করেছি এবং অন্যটি ১৯১৭ সালের বিপ্লব যার ইতিহাস আমরা পাঠ করব। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের দুটি পর্যায় আছে—প্রথম পর্যায়টি ১৯১৭ সালের মাচ মাসে সংঘটিত হয়েছিল (নতুন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মার্চ মাস)। দ্বিতীয় পর্যায়টি হয়েছিল নভেম্বর মাসে (নতুন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। পুরানো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এই বিপ্লব হয়েছিল ফেব্রুয়ারি এবং অক্টোবর মাসে)। বলা হয়ে থাকে যে বিপ্লবের রাজনৈতিক অধ্যায়টি সূচিত হয়েছিল মার্চ-মাসে, এর সামাজিক পর্বটি সম্পন্ন হয়েছিল নভেম্বর মাসে। এই দুটি বিপ্লব সম্মিলিত ভাবে পৃথিবীর প্রথম শ্রমিকদের প্রজাতন্ত্র (First worker's Republic) প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছিল। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের কারণগুলি নিম্নরূপ।

১. ১৯০৫ সালের বিপ্লবের উত্তরাধিকার :

ট্রটস্কি বলেছিলেন যে "১৯০৫ সালের বিপ্লব ১৯১৭ সালের বিপ্লবের ড্রেস-রিহার্সাল। এই বিপ্লব জারতন্ত্রের ভিত শিথিল করে দিয়েছিল। ১৯০৫ সালের বিদ্রোহ শেষ হয়েছিল রক্তাক্ত যুদ্ধে। প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণ-পন্থীরা পুলিশ ও সৈনিকদের সাথে হাত মিলিয়ে অনেক বুদ্ধিজীবী মুক্তিপন্থী মানুষ ও ইহুদিদের হত্যা করে। ফলে বিশ্বাসঘাতকদের সম্বন্ধে একটা চাপা আক্রোশ সমাজের মধ্যে গোপনে লালিত হচ্ছিল। ১৯০৫ সালে শ্রমিক-কৃষক ঐক্য গড়ে উঠেছিল, সর্বহারার উত্থান এই প্রথমবার বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল। কৃষককে সঙ্গে রেখে সর্বহারা শ্রমিকদের

লড়াই হবে শ্রেণী সংগ্রামের শেষ লড়াই এবং সে লড়াইতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সম্পন্ন হবে এই তত্ত্বের একটি ছোট রাজনৈতিক প্রয়োগ ঘটেছিল ১৯০৫ সালে। এই বিপ্লবের সময়েই গড়ে ওঠে শ্রমিকদের সোভিয়েত—একটি নতুন সংগঠন যার পূর্ণরূপ পাওয়া যায় ১৯১৭ তে গড়ে ওঠা শ্রমিক-সৈনিক কৃষক সোভিয়েতে। বিপ্লবের একটা ছোট কিন্তু প্রায় নিখুঁত মডেল ছিল বলেই ১৯১৭ সালে বিপ্লবীরা অগ্রসর হতে পেরেছিল। এই কারণেই ট্রটস্কি তাঁর '১৯০৫' নামক গ্রন্থে এই বিপ্লবকে ১৯১৭ বিপ্লবের (সুসজ্জিত মহড়া) ড্রেস রিহার্স্যাল বলেছেন।

প্রান্তলিপি

নতুন ক্যালেন্ডার কী?

৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমানসম্রাট জুলিয়াস সিজার (Julius caesar) জ্যোতির্বিদ সোসিজেনেস-এর (sosigenes) পরামর্শে স্থির করলেন যে একবছর হবে ৩৬৫ দিনে। প্রত্যেক চার বছরে একটি অতিরিক্ত দিন পাওয়া যাবে যাকে যুক্ত করা হবে ফেব্রুয়ারি মাসের সঙ্গে এবং সেই অতিরিক্ত দিন সম্বলিত বছরটিকে বলা হবে 'লিপ ইয়ার' (Leap year)। এই ক্যালেন্ডারকে বলা হয় জুলিয়ান ক্যালেন্ডার (Julian calender)। কিন্তু দেখা গেল যে সোসিজেনেস-এর গণনা একেবারে নির্ভুল নয়। প্রকৃত সৌরদিন এবং জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের সৌরদিন যদি পরস্পরের সাথে মেলানো যায় তবে ১২৮ বছরে একটি অতিরিক্ত দিন হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে দেখা গেল জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের বছর প্রকৃত সৌর বছর থেকে ১৩ দিন পিছিয়ে আছে। তখন জ্যোতির্বিদদের দিয়ে গণনা করিয়ে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি (Pope Gregory XIII) জুলিয়ান ক্যালেন্ডার থেকে দশটি দিন বাদ দিয়ে দেন। ১৫৮২ সালের ৪ অক্টোবরের পরের দিন হল ১৫ অক্টোবর। তখন থেকে এই ক্যালেন্ডারই চলছে। জুলিয়ান ক্যালেন্ডার হল পুরানো (old style) ক্যালেন্ডার। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার হল নতুন (New style) ক্যালেন্ডার। রাশিয়ার অর্থডক্স গ্রীক চার্চ পুরানো ক্যালেন্ডার অনুসরণ করত। ১৭৫২ সাল ছিল সার্বিক ক্যালেন্ডার পরিবর্তনের কাল। এই পরিবর্তন নিম্নরূপ।

১৭৫২ সেপ্টেম্বর ২ = ১৭৫২, সেপ্টেম্বর ২

১৭৫২, সেপ্টেম্বর ৩ = ১৭৫২, সেপ্টেম্বর ১৪

মনে রাখতে হবে যে এই দুই ক্যালেন্ডার মতেই খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দী হল ১০১ থেকে ২০০ শতাব্দী, ১০০ থেকে ২০০ নয়, অনুরূপভাবে বিংশ শতাব্দী হল ১৯০১ থেকে ২০০০ সাল, অন্যথা নয়। আধুনিক রাশিয়ায় সারা পৃথিবীর মতো নতুন ক্যালেন্ডার ব্যবহৃত হয়।

২. ভূমি সমস্যা

রাশিয়ার কৃষক দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল, কিন্তু শান্তি পায়নি। মুক্তিপণ হিসাবে তাদের দিতে হত বিপুল ক্ষতিপূরণ— ভূস্বামীদের জমিতে কাজ না করার ও জবরশ্রম বা বেগার না খাটার ক্ষতিপূরণ। ঐতিহাসিক ভিনোগ্রাদোফ [P. Vinogradoff, Lectures on the History of the Nineteenth Century] বলেছেন যে রুশ কৃষকদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল যাতে বেশি করে উপার্জন করতে পারে যা দিয়ে তারা কর দিতে পারবে। ["for the majority of the Russian peasantry the primary object in life is to earn enough to pay the taxes"]। কৃষকরা মনে করত যে আঠারো শতকে ভূস্বামীদের যেমন করে বাধ্যতামূলক সামরিক কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল সেইরকমভাবে তাদেরও ভূস্বামীদের কাছে দেয় আর্থিক জরিমানা থেকে মুক্তি দিতে হবে। তাছাড়া জনসংখ্যা যত বড় ছিল ততই কৃষকদের ব্যক্তিগত জমি ভাগ হয়ে ক্রমশ কমে আসছিল। ক্ষুদ্রায়তন জমি নিয়ে বিব্রত কৃষকরা জানতো না যে উৎকৃষ্ট উর্বর জমির থেকে পর্যায়ক্রমে বিপুল ফসল কীভাবে তুলতে হয়। এর কারণ তাদের কৃষিকাজের কৃৎ-কৌশল ছিল অত্যন্ত প্রাচীন। তাদের হাতে যথেষ্ট পুঁজিও ছিল না যার দ্বারা তারা নতুন উদ্যোগ রূপায়িত করতে পারে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেওয়া ও অনেকদিন পর্যন্ত সম্ভব ছিল না কারণ স্বত্ত্ব 'মির' বা গ্রামসমাজের (village community) উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছিল প্রত্যেক কৃষকের আয়ত্তাধীন জমির স্বল্পতা। তারা আরও জমি দাবি করছিল আর এই দাবির মধ্যে বিপ্লবীরা দেখেছিল এক 'বিনাতত্ত্বে সুপ্ত সমাজতন্ত্র' (latent socialism without a doctrine")। "আরও জমি (more land) বিপ্লবের আগে গ্রামাঞ্চলের স্লোগান হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই জারের মন্ত্রী

স্টোলিপিন (Stolypin)*। বিক্ষুব্ধ কৃষকদের বিপ্লবী চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের রাজতন্ত্রের অনুগামী করতে চেষ্টা করেন। তিনি ভেবেছিলেন যে 'মির'-এর নিয়ন্ত্রণ থেকে জমির স্বত্ত্ব তুলে নিয়ে কৃষকদের হাতে তুলে দিলে তার জমির স্বত্ত্বের সঙ্গে ব্যক্তি মালিকানার মর্যাদালাভ করবে। জমির মালিক হয়ে তারা রক্ষণশীল বিপ্লব বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করবে। ফল হল ঠিক বিপরীত। কিছু কৃষক জমি ও মালিকানা পেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠল, তৈরি হল এক পুঁজিবাদী কৃষক শ্রেণী (a class of capitalist farmers)। যাদের বলা হত **কুলাক** (Kulaks)। আর অন্যদিকে বিপুল এক কৃষকশ্রেণী যাদের জমি হস্তচ্যুত হওয়ার ফলে যারা হয়ে দাঁড়াল ভূমিহীন ভূমি-শ্রমিক (land labourers)। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে এক বিরাট জনশক্তি সর্বহারার পর্যায়ে নেমে গিয়ে তৈরি করল বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ চেতনা যা সমস্ত কায়েমি স্বার্থের (vested interest) প্রতিষ্ঠান জারতন্ত্র ভেঙে ফেলার সময়ে বিপ্লবের বর্শা-ফলক হিসাবে কাজ করেছিল। মনে রাখতে হবে যে বিপ্লব দেশের সমস্ত শক্তির কাছে একই অর্থ বয়ে আনে না। সৈনিকদের কাছে বিপ্লব হল শান্তি, যুদ্ধের অবসান। শহরের শ্রমিক—সর্বহারা প্রলেটারিয়টের কাছে—বিপ্লব হল পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রণ। কৃষকদের কাছে বিপ্লব হল ভূমিদান। জারের সরকার সৈনিক-শ্রমিক-কৃষকদের দিতে পারেনি তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাই তারা মরিয়া হয়ে বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছিল। কৃষকরা বেপরোয়া হয়ে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিল। ভূস্বামীদের জমি তারা কেড়ে নিল, ম্যানর হাউস (manor house) বা খামার বাড়ি পুড়িয়ে দিল এবং স্থানে স্থানে ভূস্বামী ও তাদের নিযুক্ত নজরদার (overseer) হত্যা করতে লাগল। প্রত্যক্ষদর্শী বলশেভিক নেতারা বলেছিলেন "বৈপ্লবিক বর্বরতা নিয়ে কৃষকরা মধ্যযুগের বর্বরতাকে মুছে দিচ্ছে"। যখন এইভাবে বিদ্রোহী কৃষকরা দেশের গ্রামাঞ্চলের স্থিতিশীলতাকে তছনছ করছিল তখনই মধ্যবিত্ত শ্রেণী দখল করে ক্ষমতা (১৯১৭ সালের মার্চ বিপ্লব)। কিন্তু কৃষকদের কাঙ্ক্ষিত জমি দিতে পারেনি। সেই বুর্জোয়াদের ব্যর্থতার মুহূর্তে কৃষকরা হাত মেলাল শ্রমিকদের সঙ্গে, লক্ষ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অপসারণ। এই মিলনই সুগম করল ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের।

প্রান্তলিপি

স্টেলিপিন : সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়া একজন ভূস্বামীপুত্র ছিলেন স্টোলিপিন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি স্যারাটোভ (saratov) প্রদেশের শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে তিনি ইহুদী ও বিপ্লবীদেরউপর নির্মম অত্যাচার করেন। তিনি সরকারকে বুঝিয়েছিলেন যে কৃষকদের দিয়ে বিপ্লবকে দমন করা যাবে। তার জন্য তাদের অধীনে জমিকে 'মির'-এর হাত থেকে নিয়ে তাদের ব্যক্তি সম্পত্তিকে পরিণত করতে হবে। তার ফলে সুঠামদেহী শক্তিশালী কৃষকরা ভূ-স্বামীদের মানসিকতা অর্জন করে চলতি ব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। আর যারা অশক্ত, ক্ষীণ তারা ঝরে গিয়ে কৃষিক শ্রমিক হয়ে কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের যোগানকে অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেছিলেন "The Government railed not on the feeble abd the drunk, but on the solid and strong"—"সরকার নির্ভর করেছিল কঠিন ও শক্তিশালীর উপর, ক্ষীণ ও প্রমত্তদের উপর নয়।"

৩. প্রলেটারিয়েটের জাগরণ ঃ

আমরা আগেই পড়েছি যে বিপ্লবের অনেক আগেই রাশিয়াতে এক বিরাট শিল্পায়িত প্রলেটারিয়েটের জন্ম হয়েছিল যাদের মধ্যে অনেকেই ছিল দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের শ্রমিক। অর্থাৎ hereditary workers বা পুরুষানুক্রমিক শ্রমিক বিপ্লবের আগেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু সমস্ত শ্রমিকই ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক হয়নি। রাশিয়াতে দ্রুত শিল্পায়ন এসেছিল ফলে শ্রমিকদের চাহিদা অমোঘভাবে বেড়ে যাচ্ছিল। আর এই

চাহিদা মেটানোর জন্য ক্রমাগত গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের টেনে আনা হচ্ছিল শহরের ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার মধ্যে। এইভাবে শহরের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের একটা যোগ থেকে যাচ্ছিল, যোগ থেকে যাচ্ছিল শহরাঞ্চলের ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার সঙ্গে অভ্যন্তরের মাটি আর তার সঙ্গে লেগে থাকা কৃষিজীবনের। পশ্চিম ইউরোপে, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের শ্রমিকরা মধ্যস্থ থেকে শিক্ষানবিশি বা এপ্রেনটিসশিপের (apprenticeship) সুযোগ পেয়ে আসছিল। সেখানে গিল্ড ব্যবস্থার (guild system) শৃঙ্খলা শ্রমিকদের উপর বহুযুগের আরোপিত শৃঙ্খলা যে শৃঙ্খলার ভগ্নাংশ রাশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে ছিল না। তাদের সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে কৃষিক্ষেত্রে থেকে অকস্মাৎ ছিন্ন করে তাদের ফ্যাক্টরির অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল ("It was thrown into the factory couldron snatched directly from the plough")। জমি থেকে ছিন্ন হওয়ার ফলে তাদের রক্ষণশীলতা কেটে গিয়েছিল আবার শিক্ষিত শ্রেণীর থেকে দূরে থাকার জন্য তাদের অমার্জিত উদ্ধত্য কমেনি। তারা চেয়েছিল শ্রমদানের সময়ের হ্রাস, অধিক মজুরি (wage), উন্নততর স্যানিটেশন (sanitation), এবং ১৯০৫ সালের পর ভোটাধিকার। এই রকম জাগ্রত শ্রমিক হাতিয়ার হিসাবে ধর্মঘট বা strike-এর গুরুত্ব বুঝে গিয়েছিল, আর চোখের উপর দেখেছিল পুলিশি শাসনের রক্তক্ষয়ী নিপীড়ন। তাদের উন্মীলনের মুহূর্তে রাশিয়ায় এসেছিল মার্ক্সবাদ, সমাজতন্ত্র ও বলশেভিক দল। শৃঙ্খল ছাড়া যে তাদের হারানোর কিছু নেই এতথ্য জানতে পেরেই তারা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

মনে রাখতে হবে যে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের জন্য রুশ সমাজে চারটি বিস্ফোরক উপাদানের প্রয়োজন ছিল আর চারটিই উপস্থিত ছিল সমানভাবে। তা হলো বিক্ষুব্ধ কৃষক, বিদ্রোহী শ্রমিক, রণক্লান্ত সৈনিক এবং সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল। এই চারটিকে একটি সূত্রে গেঁথে ছিল জনচেতনা ও রাজনৈতিক আদর্শ। আমরা উপরে দেখেছি কেমন করে জনচেতনা বিপ্লবীমুখী হয়েছিল এবং বিক্ষুব্ধ কৃষক ও বিদ্রোহী শ্রমিকরা শেষপর্যন্ত ১৯১৭ সালের মার্চ মাসের পর বুর্জোয়া নেতৃত্বের ব্যর্থতার পর ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল পরিবর্তিত কর্মসূচিতে। পরে আমরা দেখব সৈন্যরা রণক্লান্ত হয়ে শান্তি-সন্ধানী হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাত দেশের অন্য সব মানুষের মতো সৈন্যবাহিনীও সহ্য করতে পারেনি। বিপ্লব তাদের অবসাদগ্রস্ত শান্তির প্রলেপ দিয়েছিল।

৪. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত ও রণক্লান্ত সৈন্যবাহিনীর শান্তি অন্বেষণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার ক্ষতি হয়েছিল সব থেকে বেশি। ১৯১৪-১৯১৮ এই চার বছরের যুদ্ধে রাশিয়ার যে পরিমাণ মানুষ নিহত হয়েছিল, রণসম্ভার ধ্বংস হয়েছিল, খাদ্যদ্রব্যের অপচয় হয়েছিল এবং অর্থ বিনষ্ট হয়েছিল তা কল্পনাতীত। ইউরোপের কোন রাষ্ট্রের এত ক্ষতি হয়নি। বলা হয়ে থাকে যে বেয়োনেট ও মেশিনগান রাশিয়ার যত মানুষকে হত্যা করেছিল, পঙ্গু করেছিল তার থেকে অনেক বেশি মানুষ ধ্বংস হয়েছিল রোগ, খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব, শীত ও প্রকৃষ্ট সমরায়োজনের অভাবে। একজন রুশ সেনাপতি স্বীকার করেছিলেন—"বর্তমান যুগের সামরিক কলা কৌশল আমাদের জানা নেই" ("the presentday demands of military technique are beyond us")। রাশিয়ার আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের অভাব অনেকখানি পুরিয়ে দিয়েছিল পশ্চিমের বন্ধুরাষ্ট্রগুলি। কিন্তু রাশিয়ার যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতার জন্য মানুষ-সৈন্য-সম্ভার-অস্ত্র কোন কিছুকেই দ্রুত রণাঙ্গনে (war

front) পাঠাতে পারত না। রাশিয়ার ছিল মানবশক্তি। (man power) এবং প্রাকৃতিক সম্পদ (natural resources)। কিন্তু তার অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এসবের কোন কিছুকেই কাজে লাগাতে দেয়নি। হঠাৎ সৈন্যের দরকার হওয়ায় কৃষকদের সামরিক পোশাক পরানো হয়েছিল। এই অদক্ষ মানুষ সৈনিক-শৃঙ্খলার রীতিনীতিকে আয়ত্ত করতে না পারায় কার্যকালে তারা অপ্রয়োজনীয় ভার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই সৈনিকরা রণক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। রণাঙ্গন থেকে সংবাদ আসছিল "সমস্ত ইউনিট যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছে।" ("Whole units refused to fight")। একজন অফিসার বলেছেন "কেউ আর যুদ্ধ করতে চাইছিল না। সকলের চিন্তা নিবদ্ধ ছিল একটি জিনিসের উপর তা হল শান্তি'। ("Nobody wanted to fight anymore, all their thoughts were for one thing only-peace")। ডুমার সভাপতি ঘোষণা করলেন যে "বিপ্লবের অনেক আগেই সেনাবাহিনীর ভেঙে পড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেছে। ("the ground for the final disintegration of the army was prepared long before the Revolution")। এই ভাঙনই বিপ্লবের সবথেকে বড় সহায়ক হয়েছিল। জারতন্ত্রের নিপীড়নের যন্ত্র ভেঙে গেল, তার আত্মরক্ষার বর্ম খসে গেল। এরপর স্বৈরাচার যে ধসে যাবে তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না।

৫. রাজনৈতিক দল ও বিপ্লবের আদর্শ

বিপ্লবের পরিস্থিতিকে গুছিয়ে অভ্যুত্থানের মুহূর্তটিকে সার্থক করে তোলার জন্য দরকার হয় প্রকৃত আদর্শের এবং সেই আদর্শকে একটি কর্মসূচিকে রূপায়িত করতে পারে একটি রাজনৈতিক দল। পশ্চিমের শিল্পায়িত সমাজে অনেকদিন ধরেই বিপ্লবী মার্ক্সবাদ একটি সুসংবদ্ধ, বৈজ্ঞানিক, কর্মসূচি ভিত্তিক সমাজ ও রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রাশিয়ার মার্ক্সবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৩ সালে সুইজারল্যান্ডে। জর্জ প্লেখানভ (George Plekhanov) সেখানে নির্বাসনে থাকা কালীন এইদল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৮ সালে রাশিয়ার ভেতর রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলের জন্ম হয়। একদিকে মার্ক্সবাদ অন্যদিকে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের গতানুগতিক আদর্শ নিয়ে এই দল চলছিল। ১৯০৩ সালে পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যন্ত বড় মাপের বিপ্লবী সংকেত এদলের ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করেনি। তা হল যখন লেনিন (Lenin) এই দলের চিন্তাধারাকে বদলে দিলেন। লেনিনের চিন্তাকেই আমরা পরে পাঠ করব।

৪.১১ লেনিন ও বলশেভিক দলের উত্থান

লেনিনের আসল নাম ভ্লাদিমির ইলিচ্ উলিয়ানভ (Vladimir Ilyitch Ulyanov) [১৮৭০-১৯২৪]। "এন. লেনিন" ("N. Lenin") রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গৃহীত তাঁর ছদ্মনাম। তিনি জন্মেছিলেন ভলগা (Volga) নদীর তীরে সিমবার্স্ক (Simbirsk) নামক স্থানে (বর্তমান নাম উলিয়ানোভস্ক—(Ulyanovosk)। তাঁর পিতা সেখানে জেলা স্কুলের পরিদর্শক ছিলেন। ১৮৮৭ সালে জার তৃতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করে ফাঁসি দেওয়া হয়। তারপর থেকেই তিনি মার্ক্সবাদী বিপ্লবী সাহিত্যে নিমগ্ন হয়ে যান। সেই বছরই তাঁকে কাজান (Kazan) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং তিনি বহিরাগত ছাত্র হিসাবে আইন পরীক্ষা দিয়ে স্নাতক হন। ১৮৯৩ সালে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গের (বর্তমান নাম লেনিনগ্রাড) চলে যান এবং সেখানে মার্ক্সবাদীদের নেতা হন।